রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.০৪৩—আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাহফুজুল বারী গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

২। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাহফুজুল বারীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৭ মাঘ ১৪২৩/৩০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১৭ মাঘ ১৪২৩ / ৩০ জানুয়ারি ২০১৭

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাহফুজুল বারী গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

জনাব মাহফুজুল বারী ১৯৩৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে জন্মগ্রহণ করেন। করাচির কোরাঙ্গি ক্রিক স্কুল অব অ্যারোনটিকস্ থেকে ডিপ্লোমা অর্জনের পর তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে করাচিতে কর্মকালে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে গোপনে কাজ করতে থাকেন। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে করাচির ড্রিক রোডস্থ এয়ার ব্যাজ থেকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসাবে গ্রেফতারের পর তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। পরে তীব্র গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক উক্ত মামলা প্রত্যাহারের পর ঊনসত্তরের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্তের সঙ্গে জনাব বারী মুক্তি পান। অকুতোভয় এই দেশপ্রেমী ২ নম্বর সেক্টরে গোয়েন্দা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু জনাব মাহফুজুল বারীকে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নিয়ে আসেন। জনাব বারী আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে জনাব বারী এর প্রতিবাদ জানিয়ে দেশ ত্যাগ করে কানাডায় অভিবাসী হন। উল্লেখ্য পঁচাত্তর-পরবর্তী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবেও তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করেন।

জনাব মাহফুজুল বারী স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়েও লেখালেখি করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'এক অভিযুক্তের বয়ানে আগরতলা মামলা' ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় যা পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

জনাব মাহফুজুল বারীর মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হারাল। রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব মাহফুজুল বারীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd